ধ্রুপদী চলচ্চিত্র গ্রন্থ ৮

দুনিয়া কাঁপানো ১০০ সিনেমা

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

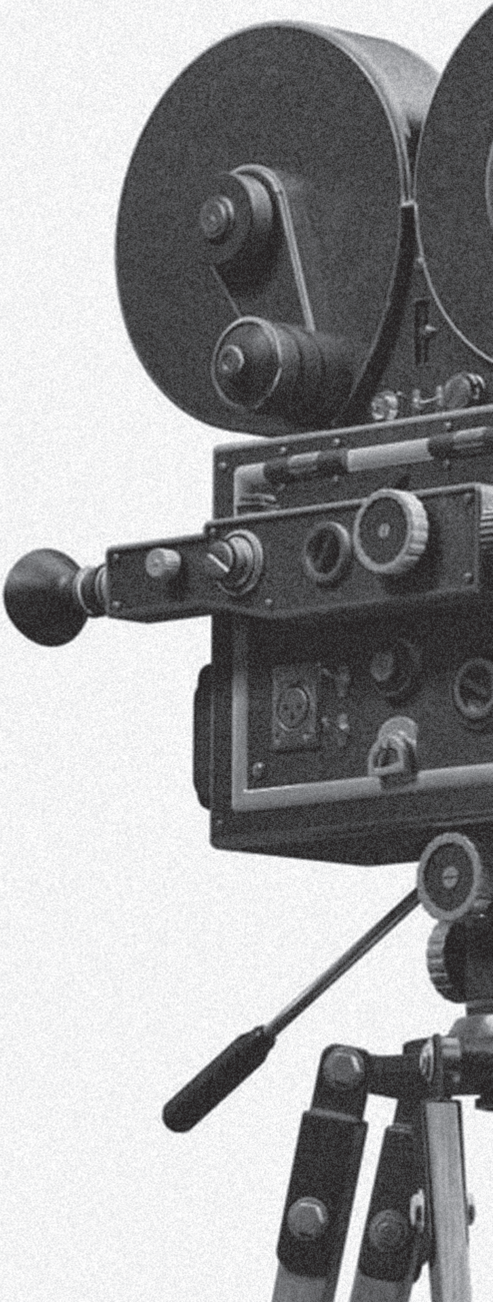

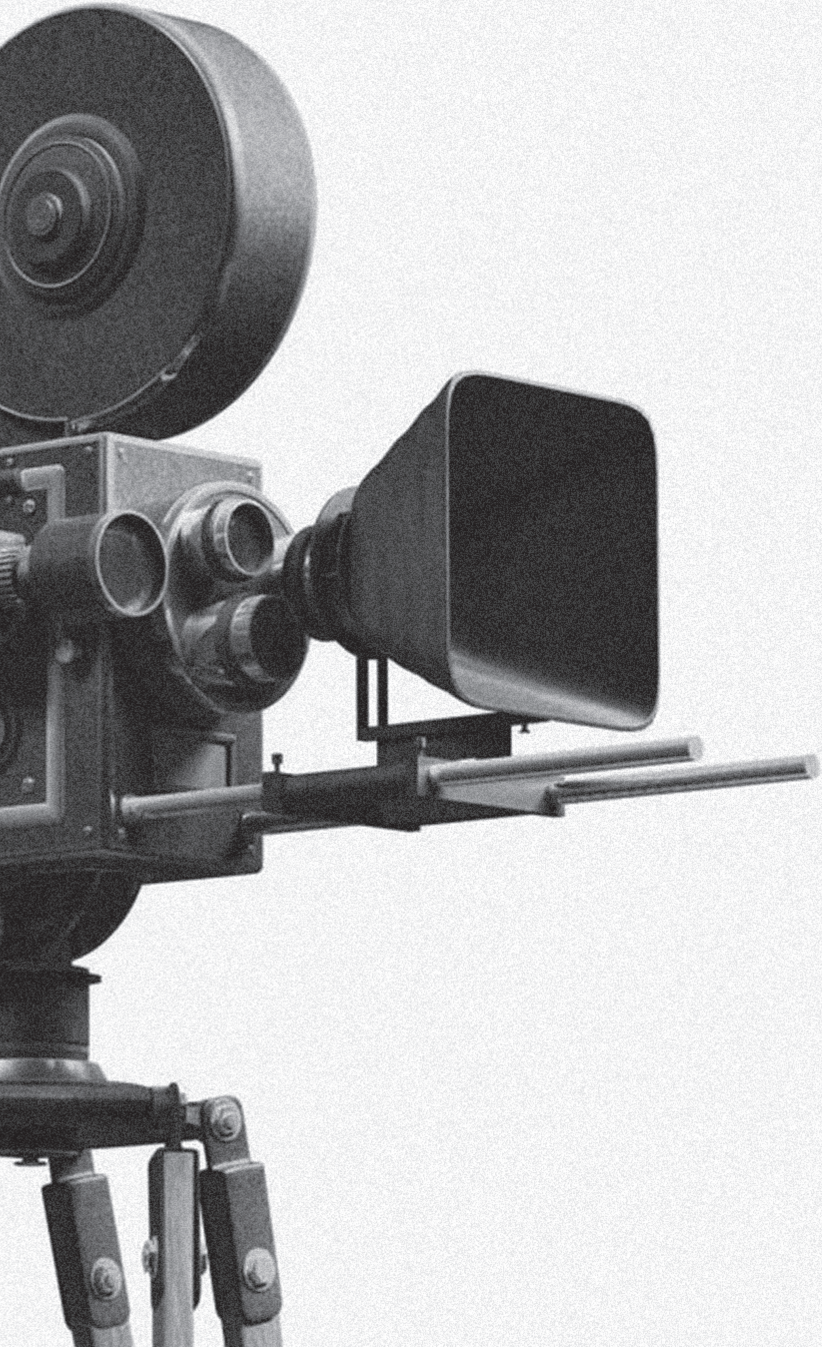

দুনিয়া কাঁপানো ১০০ সিনেমা

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রকাশক

সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

সব্যসাচী হাজরা

অঙ্গসজ্জা

রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৬০০ টাকা

Dunia Kapano 100 Cinema by Chandi Mukherjee Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: September 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 600 Taka RS: 600 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99332-8-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

আমার মার্কিন-গাইড সম্যক মুখোপাধ্যায়-কে

ভূমিকা

সারা দুনিয়ার ১০০ সেরা ছবি নির্বাচন করার ব্যাপারে নানা চলচ্চিত্র-মুনির নানা মত। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে ১০০ ছবি চলচ্চিত্রপ্রেমীদের দেখা উচিত, সেরকম একটা তালিকা করে ফেলা যায়। বিভিন্ন চলচ্চিত্র-তাত্ত্বিকরা সেই তালিকাতেও হেরফের করবেন। তাই বিভিন্ন বিখ্যাত চলচ্চিত্র-পত্রিকার ভোটের ভিত্তিতেই এই নির্বাচন।

দুনিয়া কাঁপানো ১০০ সিনেমা বইটিতে সংকলিত হয়েছে বিখ্যাত চলচ্চিত্র-পত্রিকা এবং কিংবদন্তি চিত্রসমালোচকদের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন করা এই সর্বকালের সেরা ১০০ ছবি। বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ পত্রিকা *সাইট অ্যান্ড সাউন্ড*, ফরাসি পত্রিকা *কাইয়ে দ্যু সিনেমা*, *ফিল্ম কমেন্ট*, *এশিয়ান সিনেমা* ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকেই তৈরি হয়েছে এই গ্রন্থের চলচ্চিত্র নির্বাচন। *দুনিয়া কাঁপানো ১০০ ছবি*।

বইটিতে জায়গা পেয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্লাসিক ও আধুনিক চলচ্চিত্র, যা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দর্শকদের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। নিও রিয়্যালিজম থেকে ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ, হলিউডের গোল্ডেন এজ থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা—বিভিন্ন ধারার গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ছবির সঙ্গে রয়েছে পরিচালকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, সিনেমার শৈল্পিক গুরুত্ব, এবং এর সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে জরুরি আলোচনা। *দুনিয়া কাঁপানো ১০০ সিনেমা* আসলে মাস্ট

ওয়াচ ফিল্মের এক পূর্ণাঙ্গ সমাহার, যা শুধু সিনেমাপ্রেমীদের জন্যই নয়, বরং যেকোনো দর্শকের জন্য এক গাইড হয়ে উঠতে পারে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই কবি প্রকাশনীর কর্ণধার সজল আহমেদকে। যিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন চলচ্চিত্রকারও। কৃতজ্ঞতা সেইসব মানুষদের যাঁরা কোনো না কোনোভাবে এই গ্রন্থ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত।

ধন্যবাদান্তে **চণ্ডী মুখোপাধ্যায়**

১৫ আগস্ট ২০২৫

সূচিপত্র

অ্যারাইভাল অব এ ট্রেন অ্যাট লা সিওটাট (১৮৯৫) ১৩
দ্য বার্থ অব এ নেশন (১৯১৫) ১৬
দ্য কিড (১৯২০) ১৯
বিলেত ফেরত বা ইংল্যান্ড রিটার্নড (১৯২১) ২৫
নানুক অব দ্য নর্থ (১৯২২) ২৮
ব্যাটলশিপ পটেমকিন (১৯২৫) ৩১
সানরাইজ : এ সং অব টু হিউম্যানস (১৯২৭) ৩৫
দ্য জেনারেল (১৯২৮) ৩৮
আঁ শিয়ে আঁদালু (১৯২৯) ৪১
দ্য ম্যান উইথ দ্য মুভি ক্যামেরা (১৯২৯) ৪৫
এম (১৯৩১) ৪৮
ইট হ্যাপেন্ড ওয়ান নাইট (১৯৩৪) ৫১
লা গ্রান্ডে ইল্যুশন (১৯৩৭) ৫৪
সিটিজেন কেন (১৯৪১) ৫৭
স্পেলবাউন্ড (১৯৪৪) ৬১
রোম, ওপেন সিটি (১৯৪৬) ৬৪
বাইসাইকেল থিবস (১৯৪৮) ৬৭
লাহোর (১৯৪৯) ৭১
রশোমন (১৯৫০) ৭৫
টোকিও স্টোরি (১৯৫৩) ৭৮

পথের পাঁচালী (১৯৫৫)	৮২
দ্য সার্চার্স (১৯৫৬)	৮৬
দ্য ক্রেনস আর ফ্লাইং (১৯৫৭)	৮৯
পিয়াসা (১৯৫৭)	৯২
মাদার ইন্ডিয়া (১৯৫৭)	৯৫
দ্য ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ (১৯৫৭)	৯৮
সেভেন্থ সিল (১৯৫৭)	১০৩
ভার্টিগো (১৯৫৮)	১০৬
পিকপকেট (১৯৫৯)	১০৯
ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ (১৯৫৯)	১১২
হিরোশিমা মন আমুর (১৯৫৯)	১১৬
সাম লাইক ইট হট (১৯৫৯)	১১৯
সাইকো (১৯৬০)	১২২
ব্রেথলেস (১৯৬০)	১২৬
মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬১)	১৩২
কোমল গান্ধার (১৯৬১)	১৩৬
ধরমপুত্র (১৯৬১)	১৩৯
ভিরিদিয়েনা (১৯৬১)	১৪২
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৬২)	১৪৬
কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২)	১৪৯
দ্য সাইলেন্স (১৯৬৩)	১৫৪
হকিকৎ (১৯৬৪)	১৫৮
চারুলতা (১৯৬৪)	১৬১
স্বপ্ন নিয়ে (১৯৬৬)	১৬৪
দ্য গুড, দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি (১৯৬৬)	১৬৮
সাত ভাই চম্পা (১৯৬৮)	১৭২
২০০১ : এ স্পেস অডিসি (১৯৬৮)	১৭৪
ভুবন সোম (১৯৬৯)	১৭৯

উসকি রোটি (১৯৬৯)	১৮২
আষাঢ় কি এক দিন (১৯৭১)	১৮৫
ইন্টারভিউ (১৯৭১)	১৮৯
মায়াদর্পণ (১৯৭২)	১৯৩
স্যালো (১৯৭৫)	১৯৬
ঘটশ্রাদ্ধ (১৯৭৭)	২০০
স্টার ওয়ার্স (১৯৭৭)	২০৩
কাঞ্চনসীতা (১৯৭৭)	২০৬
থাম্পু (১৯৭৮)	২০৯
কাগেমুশা (১৯৮০)	২১২
ক্যানিবাল হলোকাস্ট (১৯৮০)	২১৫
রেজিং বুল (১৯৮০)	২১৮
অ্যালবার্ট পিন্টু কো গুসসা কিউ আতা হ্যায় (১৯৮০)	২২১
ই টি দ্য এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল (১৯৮২)	২২৪
ফ্যানি অ্যান্ড আলেকজান্ডার (১৯৮২)	২২৭
এরেন্দিরা (১৯৮২)	২৩১
কনফিডেন্সিয়ালি ইয়োরস (১৯৮৩)	২৩৪
জানে ভি দো ইয়ারো (১৯৮৩)	২৩৭
অ্যামাডিউস (১৯৮৪)	২৪০
জেনেসিস (১৯৮৬)	২৪৩
দ্য স্যাক্রিফাইস (১৯৮৬)	২৪৬
অনন্তরাম (১৯৮৭)	২৪৯
রেড সারঘুম (১৯৮৭)	২৫৩
তমস (১৯৮৮)	২৫৬
সিনেমা পারাদিসো (১৯৮৮)	২৬০
রেনম্যান (১৯৮৮)	২৬৩
দ্য শশাঙ্ক রিডেম্পশন (১৯৯৪)	২৬৫
ফরেস্ট গাম্প (১৯৯৪)	২৬৮

ফায়ার (১৯৯৪)	২৭২
ব্যান্ডিট কুইন (১৯৯৪)	২৭৪
পাল্প ফিকশন (১৯৯৪)	২৭৬
বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস (১৯৯৫)	২৭৯
দ্য হোয়াইট বেলুন (১৯৯৫)	২৮২
দ্য পিপলস ভার্সাস ল্যারি ফ্লিন্ট (১৯৯৬)	২৮৫
দ্য পারসুট অব হ্যাপিনেস (১৯৯৬)	২৮৮
চার অধ্যায় (১৯৯৭)	২৯১
হিস্টরি দু সিনেমা (১৯৯৮)	২৯৫
অক্টোবর স্কাই (১৯৯৯)	৩০২
দ্য পিয়ানিস্ট (২০০২)	৩০৬
পারজানিয়া (২০০২)	৩১০
মাটির ময়না (২০০২)	৩১২
দ্য পিংক মিরর (২০০৩)	৩২০
টারটেলস ক্যান ফ্লাই (২০০৪)	৩২৩
সিনস (২০০৫)	৩২৬
দ্য সংস অব স্পারো (২০০৮)	৩২৮
গান্ডু (২০১০)	৩৩১
এ সেপারেশন (২০১১)	৩৩৬
দ্য তুরিন হর্স (২০১১)	৩৩৯
আর্গো (২০১২)	৩৪৩
সীমান্তরেখা (২০১৭)	৩৪৬
দ্য ইমেজ বুক (২০১৮)	৩৪৯
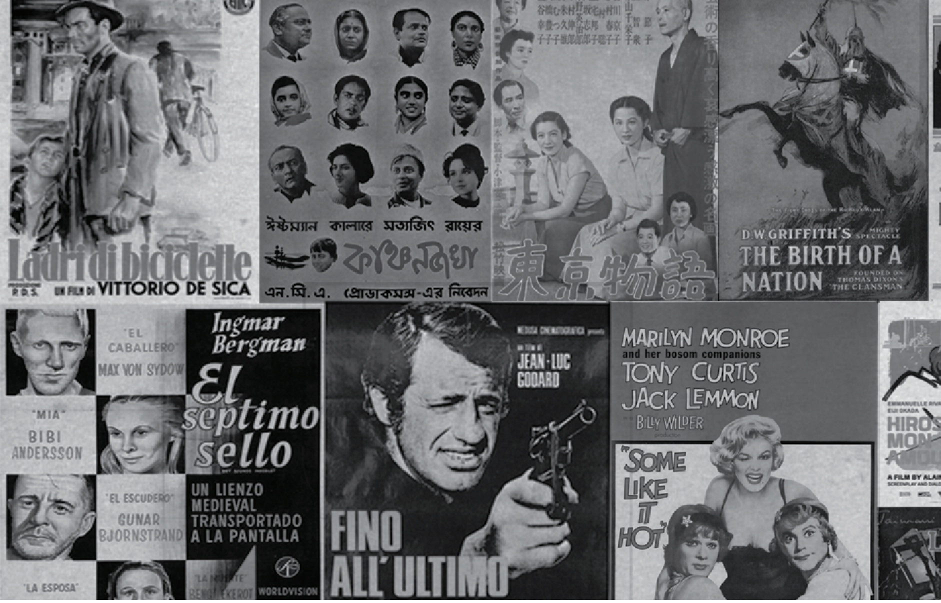
অ্যারাইভাল অব এ ট্রেন অ্যাট লা সিওটাট (১৮৯৫)

জর্জ লুমিয়ের, ফ্রান্স

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রসারিত শিল্পমাধ্যমের নাম 'চলচ্চিত্র'। এই শিল্পমাধ্যমের শুরুটা একজন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা হয়নি, বরং এর সাথে মিশে আছে বেশকিছু মানুষের চিন্তাভাবনা-পরিশ্রম-সাধনা। সেসব মানুষদের কথা বলতে গেলে সবচেয়ে আগে উচ্চারিত হয়ে থাকে অগুস্ত লুমিয়ের (১৮৬২-১৯৫৪) আর লুই লুমিয়েরের (১৮৬৪-১৯৪৮) নাম। ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে এঁদের জন্ম। এই সহোদরদের সারা বিশ্ব 'লুমিয়ের ব্রাদার্স' নামে চিনে থাকে। তারা চলমান (মুভিং) আলোকচিত্র গ্রহণের উপযোগী ক্যামেরা এবং সেই ক্যামেরায় ধরা দৃশ্য পর্দায় প্রদর্শনের জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

লুমিয়েররা তাদের প্রথম চলচ্চিত্র *ওয়ার্কার্স লিভিং দ্য লুমিয়ের ফ্যাক্টরি* নির্মাণ করেছিলেন ১৮৯৪ সালের গ্রীষ্মকালে। ৩৫ এমএম ফরম্যাটে নির্মিত

১৭ মিটার দৈর্ঘ্যের এই চলচ্চিত্রটির দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৪৬ সেকেন্ড। তাদের ক্যামেরার লেন্স ছিল বেশ দুর্বল, যার কারণে দৃশ্য ধারণের জন্য দরকার ছিল উজ্জ্বল আলোর, সেজন্যই তারা গ্রীষ্মকালকেই বেছে নিয়েছিলেন। এক মিনিটেরও কম সময়ের এই সিনেমাতে দেখা যায়, এক কারখানা থেকে শ্রমিকরা বের হচ্ছেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন নারী। গেট দিয়ে বের হবার সময় তাদের কেউই ক্যামেরার দিকে তাকাননি, খুব সম্ভবত শ্রমিকেরা শুটিংয়ের ব্যাপারে জানতেন। এছাড়াও ছবিটিতে দেখা যায় একটি কুকুর এবং কয়েকটি বাইসাইকেল।

তাদের তৈরি এই চলচ্চিত্রটি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালের ২২ মার্চ প্যারিসের এক বিখ্যাত কারখানায়, যেটি ছিল সাধারণ মানুষের সামনে কোনো চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী।

স্টিল পিকচার্স বা স্থির ছবি তোলার যন্ত্র বা ক্যামেরা তো আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। এবার ছবির মানুষ বা দৃশ্য কিংবা অন্যান্য বস্তুকে যাতে চলমানভাবে দেখানো যায় সেই যন্ত্র তৈরির চেষ্টা চলছিল অনেকদিন ধরেই। আর সেই চেষ্টাই সফল হলো মুভি ক্যামেরা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ছবি নড়ছে এটাকে যদি চলচ্চিত্র হিসেবে ভাবা যায় তাহলে পৃথিবীর প্রথম সিনেমা তোলেন লুই আইম অগাস্টিন। তিনি ১৯৮৮ সালে কোডাক ক্যামেরায় এক বাগানের দৃশ্য তোলেন। সেখানে দেখা যায় এক বাগানে কিছু নারী-পুরুষ হাঁটাচলা করছে। ছবিটি ছিল দুই সেকেন্ডের। কিন্তু যাকে আমরা চলচ্চিত্র বলি তা বাণিজ্যিকভাবে প্রথম দেখান জর্জ লুমিয়ের এবং জেন লুমিয়ের। এই দুই ভাই ছোট ছোট দশটি চলচ্চিত্র তৈরি করে প্যারিসের গ্রান্ড ক্যাফেতে সাঁলো ইন্দিয়ান হলে সিনেমা প্রজেকটরের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন। দিনটা ছিল ১৯৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর। প্রথম দিনের প্রদর্শনে ছিল মিনিটখানেক দৈর্ঘ্যের দশটি ছবি। যার প্রথমটি ছিল *অ্যারাইভাল অব এ ট্রেন*। একটি ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে এটাই ছিল দৃশ্যটি। এই দৃশ্যটি দেখে দর্শকেরা গায়ের ওপর ট্রেনটা এসে পড়তে পারে ভেবে হুড়মুড়িয়ে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে পালিয়েছিল। লুমিয়ের ভাইদের এই *অ্যারাইভাল অব এ ট্রেন*কেই পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিক

অ্যারাইভাল অব এ ট্রেন অ্যাট লা সিওটাট (১৮৯৫)

চলচ্চিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রদর্শনীতে টিকিটের দাম ছিল এক ফ্রাঁ। আর্কাইভাল মূল্যেই ছবিটিকে সেরা চলচ্চিত্রের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। প্যারিসে সিনেমা প্রদর্শনের পাঁচ মাসের মধ্যেই ভারতে প্রথম সিনেমা দেখানো হয় মুম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে। তারিখটা ছিল ৭ জুলাই ১৮৯৬। সেখানেও প্রথম সিনেমা *অ্যারাইভাল অব ট্রেন*।

দ্য বার্থ অব এ নেশন (১৯১৫)

ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ, আমেরিকা

গ্রিফিথের এই *বার্থ অব এ নেশন* ছবিটি একাধারে নন্দিত এবং নিন্দিত। নন্দিত এই কারণে এটি ছিল চলচ্চিত্র ইতিহাসে একটি ল্যান্ডমার্ক। মূলত এর প্রযুক্তি ও আঙ্গিকগত গুণের জন্য। এই ছবিতেই গ্রিফিথ সিনেমায় গল্প বলার ভাষা আবিষ্কার করেন। এটি প্রথম নন-সিরিয়াল আমেরিকান ১২ রিলের সিনেমা। *দ্য বার্থ অব এ নেশন*, বিকল্পে যার শিরোনাম *দ্য ক্ল্যান্সম্যান* একটি ১৯১৫ সালে মুক্তি পাওয়া আমেরিকান নির্বাক মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র। প্রদর্শনের সময়কাল ১৬০ মিনিট। ছবিটিতে চলচ্চিত্র ভাষায় শট-বিভাজন করেছিলেন পরিচালক গ্রিফিথ। ছবিটিতে রয়েছে ১৩৭৫টি শট। যা জন্ম দিয়েছে চলচ্চিত্রের এক নতুন ভাষা ও সম্পাদনার এক নতুন পথ। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত টমাস ডিক্সন জুনিয়রের *দ্য ক্ল্যান্সম্যান* উপন্যাস থেকে যার চিত্রনাট্য লেখেন গ্রিফিথ ফ্রাঙ্ক উড। রিয়েলিটি এবং ফিকশন মিলেই তৈরি

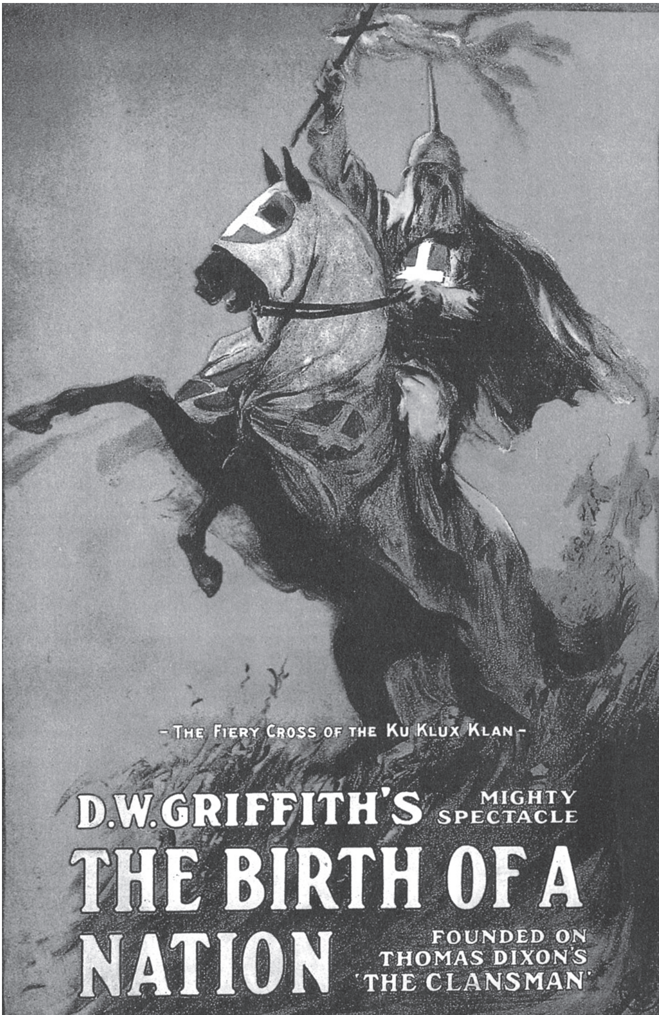

দ্য বার্থ অব এ নেশন (১৯১৫)

হয় এই ছবির প্লট যাকে বলা যায়, আংশিক কল্পকাহিনি এবং আংশিক ইতিহাস। হোয়াইট হাউসের ভেতরে দেখানো প্রথম চলচ্চিত্র এটিই। হোয়াইট হাউসে বসে দেখেছিলেন সপরিবারে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন ও তার পরিবার এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা।

এই ছবিটির পটভূমি হলো আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। আর সেই সূত্রেই এসেছে আব্রাহাম লিংকন হত্যাকাণ্ড। যাকে কেন্দ্র করে এই ছবিটি সব অর্থেই ক্লাসিক হয়ে ওঠে। ছবিটি সেই সময় ব্যয় ও আয়ের হিসেবে রেকর্ড সৃষ্টি করে। ছবিটির প্রযোজনা ব্যয় ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ডলার এবং প্রদর্শনী আয় ছিল ২ কোটি টাকা।

দ্য বার্থ অব এ নেশন আবার নন্দিতের পাশাপাশি নিন্দিত ও বিতর্কিত চলচ্চিত্রও। সেই দিক থেকে ভাবলে এটিকে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত সবচেয়ে বিতর্কিত চলচ্চিত্র' এবং 'হলিউডের ইতিহাসে সবচেয়ে নিন্দনীয়ভাবে বর্ণবাদী চলচ্চিত্র' বলা হয়। লিংকনকে ইতিবাচকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যদিও দক্ষিণের একজন বন্ধু, এমন একটি আখ্যানের বৈশিষ্ট্য যা হারিয়ে যাওয়া মতাদর্শকে প্রচার করে। আফ্রিকান আমেরিকানদের বর্ণবাদী চিত্রায়ণের জন্য চলচ্চিত্রটিকে নিন্দা করা হয়েছে। ফিল্মটির চরিত্রগুলোকে (যাদের মধ্যে অনেকেই শ্বেতাঙ্গ অভিনেতারা কালো সেজে অভিনয় করেছেন। বুদ্ধিহীন এবং শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের প্রতি যৌন আক্রমণাত্মক হিসেবে চিত্রিত করা হয় এই কৃষ্ণাঙ্গদের। দ্য কু ক্লাক্স ক্ল্যান (কে কে কে)-কে একটি বীরত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে ছবিতে দেখানো হয়েছে, যা আমেরিকান মূল্যবোধ সংরক্ষণ, শ্বেতাঙ্গ নারীদের সুরক্ষা এবং শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যেন প্রয়োজনীয়। মুক্তির পর দেশব্যাপী শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের মধ্যে ছবিটি দারুণ জনপ্রিয় হয়। ছবিটির মধ্যে সব অর্থেই প্রকাশ পায় পরিচালক গ্রিফিথের আফ্রিকান-আমেরিকানবিরোধী মনোভাব। ছবিটিতে এক বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করেন লিলিয়ান গিশ। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে ছিলেন ওয়াল্টহল, মে মার্শ, আর আর লিউইস, ও স্ট্রহাইম। ক্যামেরা—বিলি বিটজার।

দ্য কিড (১৯২০)

চার্লস চ্যাপলিন, আমেরিকা

চ্যাপলিনের নিজের লেখা ও পরিচালনায় প্রথম ফিচার *দ্য কিড*। প্রথম পুত্র মারা যাওয়ার পরই *দ্য কিড* ছবি তৈরির কথা তাঁর মাথায় আসে। তখন কাজ শুরুও করে দিয়েছিলেন। মাঝখানে বিবাহবিচ্ছেদের ঝামেলার ফলে সাময়িকভাবে কাজটা আটকে যায়। কিন্তু আইনি বিবাহবিচ্ছেদের পরেই তিনি আবার পুরোদমে *দ্য কিড* নির্মাণে নেমে পড়েন। ছয় রিলের একটি ছবির জন্য তৎকালীন সময়ের নিরিখে তিনি রেকর্ড সময় নেন। *দ্য কিড* নির্মাণের সময়কাল হলো এক বছর। একটি শিশু, একটি ছবির জন্য সারা জীবনের জন্য বিখ্যাত হয়ে গেলেন। অথচ পরবর্তীকালে তিনি ছবি করলেন আরও অনেক। নায়কও হলেন। কিন্তু একশ বছর ধরে তাঁকে বয়ে বেড়াতে হলো একটি মাত্রই শিরোনাম *দ্য কিড*। ১৯২০ সালে পাঁচ বছর বয়সী এই শিশুটির নাম জ্যাকি কুগান। *দ্য কিড* ছবিতে চার্লির খুদে সঙ্গী। আর যাকে নিয়েই তো ছবির টাইটেল।

জ্যাকির সঙ্গে কোথায় দেখা হলো চ্যাপলিনের? *দ্য কিড* ছবির জন্য ছোট এক ছেলে খুঁজছেন তখন। অনেক ছেলে দেখেছেন কিন্তু কিছুতেই মনের মতো হচ্ছে না। একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন একটা ছেলে আড়াল থেকে রাস্তায় কলার খোসা ছুড়ে ফেলছে, যাতে পথচারীরা পা হড়কায় কিন্তু পথচারীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কলার খোসা ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে। একের পর এক, আর প্রত্যেকবারই অত্যন্ত হতাশ হচ্ছে ছোট ছেলেটি। আর এই দৃশ্য দেখেই চ্যাপলিনের মনে হলো যে তিনি পেয়ে গেছেন *দ্য কিড* ছবির নায়ক। ছেলেটির সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সিনেমায় অভিনয় করবে? ছেলেটি এক কথায় রাজি। চ্যাপলিন বলেন, 'তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে।' ছেলেটির জবাব—'আমি যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েছি, আমার বয়স পাঁচ, আমার সঙ্গে কথা বললেই হবে।'

আর এখান থেকেই শুরু হলো জ্যাকি কুগানের জীবনে এক অন্য ইতিহাস। *দ্য কিড* ছবিতে অভিনয়ের জন্য ভবিষ্যতে জ্যাকি কুগান পেলেন পৃথিবীর চলচ্চিত্রে সর্বকালের সেরা শিশু অভিনেতার সম্মান। কী ছিল *দ্য কিড*-এ? যা প্রায় এক শতাব্দী মুগ্ধ করে রাখে সারা পৃথিবীর দর্শকদের। *দ্য কিড* এক অনাথ শিশুর গল্প। যাকে মানুষ করেন ছবির ভবঘুরে চার্লি। দুজনেরই রাস্তার জীবন, জীবনধারণের জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত জীবিকা নিতে হয় তাদের। যেমন পাঁচ বছরের বালক জ্যাকি ঢিল ছুড়ে লোকের বাড়ির জানালার কাচ ফাটিয়ে দেয় আর কাচ সারাবার লোক সেজে সেখানে আসে চার্লি। হাতের কাছে জানালার কাচ সারাবার লোক পেয়ে তাকেই ডাকে পড়শিরা। এভাবেই তাদের জীবন চলে। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিন কাটে চার্লি ও তাঁর কিডের। ছেলে জানে চার্লিই তাঁর বাবা। একদিন বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে বেশ জখম হন জ্যাকি। ডাক্তার এলো চিকিৎসা করতে। কিন্তু ডাক্তারের কেন জানি না, সন্দেহ হলো জ্যাকির আসল বাবা চার্লি নয়। ডাক্তার থানায় সে কথা জানিয়েও গেলেন। জ্যাকির চিকিৎসার খরচপত্র এ সবই দিলেন এক নামকরা গায়িকা। যিনি দরিদ্র অনাথ শিশুদের জন্য প্রচুর দান-ধ্যান করেন। চার্লি ও জ্যাকি চিনতে পারেন